৪.০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) সংক্রান্ত কার্যক্রম:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৭টি অভীষ্টের আওতায় ৭টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হচ্ছে ৪.৩, ৫.১, ৬.৩, ৮.২, ৯.২, ১২.৪ এবং ১৭.১১। এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় (Associate Ministry) হিসেবে মূল মন্ত্রণালয়ের (Lead Ministry) সাথে কাজ করছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩ (বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Lead Ministry শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বস্ত্র অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ৬২৪০টি আসন, ১২টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ২৪৫০টি আসন এবং ৯টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১১০৯টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও চলমান প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আরও ১৪টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ৩টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং ২টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় নরসিংদী তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর ১৫০ জন ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৮০ জন বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে বছরে ৫০জন ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন এ ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৫.১ (সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান ঘটানো): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Lead Ministry মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ও জুট ডাইভারফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাঁতপণ্যের স্পিনিং ও উইভিং, তুঁত চাষ, বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাঁতিদের ঋণদানের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকারের সংস্থান রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২০ জন নারী হ্যান্ড স্পিনার, ৩২১ জন নারী উইভারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭০৭ জন নারী তাঁতিকে চলতি মূলধন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুট ডাইভারফিকেশন প্রমোশন সেন্টার কর্তৃক ৩১০জন নারীকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ যাবত ৪,১৪৮ নারীকে তুঁত চারা ও পলু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ আরও প্রায় ১৪,৬৫২ জন নারীকে রেশম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত নারীরা তাঁত, রেশম, পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়-করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ (দূষণ হ্রাস করে পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিন) ও নিরাপদ পুনব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ২০২৩ সালের মধ্যে পানির গুণগতমান বৃদ্ধি করা): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Lead Ministry বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। পরিবেশ দূষণ হ্রাসকল্পে বর্জ্য পানি পরিশোধনের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কুমারখালী ও সিরাজগঞ্জে ৮০.৩ লিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৪ (চার)টি Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ (উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখীতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Lead Ministry বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ও জুট ডাইভারফিকেশন প্রমোশন সেন্টার কর্তৃক এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তুঁত চারা ও পলু পালন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ও ক্রমান্বয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে।

লক্ষ্যমাত্রা ৯.২ (অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা): এ সংক্রান্ত Lead Ministry শিল্প মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ৩৪৩৫৮ কেজি সুতা উৎপাদনে বয়নপূর্ব সহায়তা ও ৭.০২ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদনে বয়নোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সরকারী মিনিফিলেচারে ৯২০ কেজি সুতা উৎপাদনে বয়নপূর্ব সহায়তা ও রাজশাহী রেশম কারখানায় ৯০০০ মিটার কাপড় উৎপাদনে বয়নোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১২.৪ (২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Lead Ministry বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন পাট অধিদপ্তর এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। পরিবেশের ওপর প্লাস্টিকের ব্যাগের বিরূপ প্রভাব কমাতে প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার কমিয়ে পচনশীল পাটজাত মোড়ক ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর কাজ করছে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক আইন ২০১০ এর আওতায় ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং পাট অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১১ (বৈশ্বিক রপ্তানিতে ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ বৃদ্ধিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Lead Ministry বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন পাট অধিদপ্তর এবং জুট ডাইভারফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। শক্তিশালী আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা তৈরি এবং রপ্তানি আয়ের অস্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে পাট পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।